সংবাদ

বিভিন্ন স্থানে ২ দফা দাবিতে

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের তাণ্ডব

ইউএনও'র গাড়িতে হামলা পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন
সড়ক অবরোধ গাড়ি ভাঙচুর সংঘর্ষ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গেজেট সংশোধন ও দুই দফা দাবিতে রাজধানীসহ সারাদেশে গতকাল তাণ্ডব চালিয়েছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। ইউএনও'র গাড়িতে হামলা, পুলিশ ফাঁড়ি ও তহসিল অফিসে আগুন, বাসে আগুন ভাঙচুর চালিয়েছে তারা। এর ফলে দেশজুড়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ, গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। রাজধানীর ধানমণ্ডি, তেজগাঁও এবং রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, যশোরসহ সারাদেশে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা এ তাণ্ডব চালিয়েছে। গতকাল দু'দফা দাবিতে সারাদেশে সড়ক অবরোধ করার সময় পুলিশ বাধা দিলে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ধানমণ্ডি থানা উপপরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীরা গাড়ি ভাঙচুর ও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এটা করতে হয়েছে।

জানা গেছে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বেশকিছু গাড়ি ভাঙচুর করেছে। বেলা ১১টা থেকে তাদের বিক্ষোভ শুরু করে দুপুর একটার দিকে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বহিরাগত কিছু লোক এসে গাড়ি ভাঙচুর শুরু করে। এতে পুলিশ সদস্যসহ প্রায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে দুর্ভোগে পড়তে হয় ওই পথে চলাচলকারীদের। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বাঁশের লাঠি হাতে সাতরাস্তায় বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে দুপুর ১২টার দিকে কারওয়ানবাজার-মহাখালী সড়কে যান চলাচল শুরু হয়। পরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গলির মুখে বিপুল পরিমাণ র‌্যাব ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বগুড়ায় বিক্ষুব্ধদের সামলাতে ১৫ রাউন্ড রাবার বুলেটও ছুড়তে হয় পুলিশকে। এতে ৩ শিক্ষার্থী আহত হন। শেরপুরের বিক্ষোভের সময় আহত চার ছাত্রকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

কুমিল্লা : কুমিল্লায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, গুলিবিনিময় ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় কোটবাড়ি এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ ঘটনায় কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর-এ-সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার, ওসি ও ২৫ পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়েছে। এ সময় সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) পাজেরো গাড়ি, স্থানীয় তহসিল অফিস ও

পলিটেকনিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

পলিটেকনিক : শিক্ষার্থীদের তাণ্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ফাঁড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ সময় পুলিশের ২টি শটগান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও মোটরসাইকেলসহ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের সঙ্গে র‌্যাব ও বিজিবি মোতায়েন করা হয়। এ সময় পুলিশ কয়েকশ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কুমিল্লা কোটবাড়িস্থ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস ও তৎসংলগ্ন কুমিল্লা-কোটবাড়ি সড়কে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে ওই স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোটবাড়ি এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

পটুয়াখালী : পটুয়াখালীতে সকালে ক্যাম্পাসের ভেতরে ভাঙচুর শুরু করলে পুলিশ তাদের ঠেকানোর চেষ্টা করে। এ সময় তারা পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়তে থাকলে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। এক পর্যায়ে পলিটেকনিক ক্যাম্পাসসহ আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরে পুলিশের লাঠিপেটা ও রাবার বুলেটে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং যানবাহনে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় একটি পিকআপভ্যান, একটি মাইক্রোবাস, ২০টি অটোরিকশা ও ১২টি রিকশায় ভাঙচুর চালায়।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামে প্রায় দু'ঘণ্টা মূল সড়ক অবরোধ রেখে বিক্ষোভ করেছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা সেখানে কমপক্ষে ১৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে। গতকাল সকাল পৌনে ১১টার দিকে দু'দফা দাবিতে নগরীর ষোলশহর দু'নম্বর গেট এলাকায় এদের বিক্ষোভে ব্যস্ততম এ সড়ক বন্ধ থাকায় চারপাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী সাধারণ মানুষরা। প্রথমে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের বুঝিয়ে শুনিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এ সময় অ্যাম্বুলেন্সসহ যানবাহন ভাঙচুর চালায়। বাধা দিতে চাইলে পুলিশকে লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ ধাওয়া দিলে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জেও দুই দফা দাবিতে বিক্ষোভরত সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশের উপপরিদর্শকসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা, কুমিল্লা, পটুয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, অবরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিন ছাত্রসহ চারজনকে আটক করে পুলিশ। অন্তত ৫০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে বলে তারা দাবি করেন। এ সময় সড়কটিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও র‌্যাব মোতায়েন রয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো রাজশাহীতেও পুলিশের সঙ্গে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়েছে।

পুলিশ জানায়, নগরীর শালবাগান এলাকায় এ সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

গতকাল দুপুর ১টার দিকে ইনস্টিটিউটের সামনে কুমিল্লা- কোটবাড়ি সড়কে বিক্ষোভের সময় তারা একটি মোটরসাইকেলেও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ভাঙচুর করে। সংঘর্ষে ৫ পুলিশসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ইনস্টিটিউটের সামনের সড়কে সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা জাহানের গাড়ি এবং আরেকটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস, রবার বুলেট ও শটগানের গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওই এলাকায় দুই প্লাটুন বিজিবি, র‌্যাব ও দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ সারাদেশে রোববার থেকে ২য় পর্ব ও ৪র্থ পর্বের শিক্ষার্থীদের ফাইনাল সেমিস্টারের প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তাদেরকে সুপারভাইজার হিসেবে চিহ্নিত করায় গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে তারা লাগাতার কর্মসূচি পালন করছিল। পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী দাবি আদায় না হওয়ায় রোববার বাকাছাপের নেতৃত্বে অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসে। পরে সকাল ১১টায় ওকেশনাল মোড়ে ঘণ্টাকালব্যাপী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম বাকাছাপের সভাপতি পল্লব রায় ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম। বিক্ষোভ শেষে মিছিলটি প্রেসক্লাবে এসে মানববন্ধন করে। এ সময় রাস্তার দু'পাশে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় একহাজারের ওপর শিক্ষার্থী রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয়। সহিংসতা এড়াতে সকাল থেকে কয়েক প্লাটুন পুলিশ পলিটেকনিকসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেয়।

যশোর : যশোরে পলিটেকনিক শিক্ষার্থী ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে ৫টি গাড়ি ভাঙচুর ও একজন ফটো সাংবাদিকসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে বহিরাগতরা যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত ও তার কক্ষ ভাঙচুর করেছে। রোববার বেলা ১১টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে। পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের দুই দফা আন্দোলনের অংশ হিসেবে মহাসড়ক অবরোধ নিয়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশ পরিবহন সংস্থা শ্রমিক সমিতির সভাপতি আজিজুল আলম মিন্টু জানান, পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর করলে শ্রমিকরা বাধা দেয়। পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা ছিল। কিন্তু দেশব্যাপী দুই দফা আন্দোলনের কারণে যশোর পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা বর্জন করে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যশোর-খুলনা মহাসড়কে অবস্থান নেয়। অবরোধের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে। এ সময় পরিবহন শ্রমিকরা [illegible] দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষ শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে মনিহার চত্বর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে ৫টি বাস, ট্রাক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। দুটি বোমা বিস্ফোরণেরও ঘটনা ঘটে। আহতরা আশপাশের ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। এ সময় শ্রমিক ও বহিরাগতরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রবেশ করে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। ওই কক্ষের কয়েকটি টেবিলের গ্লাস ও কম্পিউটার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। লাঞ্ছিত হন অধ্যক্ষ প্রকৌশলী শামসুল আলম।